মৃত্যুর ওপারে

অনন্তের পথে

মৃত্যু।। কবর।। হাশর।। জান্নাত।। জাহান্নাম

বই	**মৃত্যুর ওপারে : অনন্তের পথে**
লেখক	ইমাম কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ
ভাষান্তর	আবদুন নুর সিরাজি
সম্পাদনা	মুহিউদ্দীন কাসেমী, সাইফুল্লাহ আল-মাহমুদ
বানান সমন্বয়	মুহাম্মদ পাবলিকেশন টিম
প্রকাশক	মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
প্রচ্ছদ	আবুল ফাতাহ মুন্না
অঙ্গসজ্জা	মুহাম্মদ পাবলিকেশন গ্রাফিক্স টিম

মৃত্যুর ওপারে

অনন্তের পথে

মৃত্যু।। কবর।। হাশর।। জান্নাত।। জাহান্নাম

ইমাম কুরতুবি ﷺ

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

অর্পণ

আল্লামা মুফতি ইয়াকুব নাজির দা. বা.
এর হায়াতে তাইয়্যেবা কামনায়...

—অনুবাদক

প্রকাশকের কথা

উদাহরণত মনে করুন, আমরা একই জামাতে দশজন ফজরের নামাজ পড়লাম। দশজনকেই দশটি করে নেকি-সওয়াব দেওয়া হলো। প্রত্যেকের নেকির পরিমাণ সমান হলেও কোয়ালিটিতে পার্থক্য হতে পারে। কারণ, কারও হয়তো এক রাকাতে মন ছিল, কারও পুরো দুই রাকাতেই মন ছিল। কারও ইখলাস কম ছিল, কারও ছিল বেশি। মানুষের মাঝে পরিপূর্ণ ইনসাফ করার জন্য আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের ময়দানে নেকির হিসাব অর্থাৎ পরিমাণ গণনা করবেন; এবং ওজন দেবেন অর্থাৎ কোয়ালিটি যাচাই করা হবে। পবিত্র কুরআনে আমলগুলো যাচাইয়ের জন্য 'হিসাব' ও 'ওজন' দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। দুটির মর্ম এক নয়, ভিন্ন। হিসাব দ্বারা কোয়ান্টিটি এবং ওজন দ্বারা কোয়ালিটি বুঝানো হয়েছে। হিসাব ও ওজনের সম্মিলিত ফলাফলের ওপর নির্ভর করে মানুষ জান্নাতি বা জাহান্নামি হবে।

এ কথাটা এত চমৎকার ও সুন্দরভাবে আমার জানা ছিল না। ইমাম কুরতুবি তাঁর এ কিতাবে বিষয়টা দালিলিকভাবে উপস্থাপন করেছেন।

পুলসিরাতের কথা আমরা সবাই জানি। একটা প্রশ্ন উদয় হয়, পুলসিরাত কি হিসাব-কিতাবের আগে নাকি পরে? হিসাব-কিতাব হয়ে গেলে তো পুলসিরাতের কোনো দরকার নেই। কারণ, যার জাহান্নাম নিশ্চিত সে তো জাহান্নামেই যাবে; আর যার জান্নাত নিশ্চিত সে তো জান্নাতেই যাবে। আর যদি হিসাব-কিতাবের আগে পুলসিরাত হয় তাহলে হিসাব-কিতাবের তো কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ, জাহান্নামিরা পুলসিরাত পার হতে গিয়ে

নিচে পড়ে জাহান্নামে চলে যাবে। আর জান্নাতিরা পুলসিরাত পার হয়ে জান্নাতে চলে যাবে।

তাহলে মূল বিষয়টা কী?

ইমাম কুরতুবি এ প্রশ্নেরও দালিলিক ও বাস্তবসম্মত উত্তর দিয়েছেন।

মৃত্যু এক অবধারিত বিষয়। স্রষ্টায় বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী মানুষ পাওয়া গেলেও মৃত্যুকে অবিশ্বাস করার কেউ নেই। প্রতাপশালী, ক্ষমতাশালী, বিত্তবান—কেউই মৃত্যু থেকে রেহাই পায়নি। এমনকি না কোনো নবি, না কোনো রাসুল, না কোনো আল্লাহর ওলি। সকলকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আজকে যারা পৃথিবীতে আছে, তারা একসময় কেউ থাকবে না। থাকবে না আগামী প্রজন্মের কেউ। একমাত্র আল্লাহ তাআলা ছাড়া সকল সৃষ্টি একসময় মৃত্যুবরণ করবে; এমনকি মৃত্যুর কাজে নিয়োজিত মালাকুল মউত হজরত আজরাইল আলাইহিস সালামও মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে।

মৃত্যুর পর হতে শুরু হয় আখেরাতের জীবন, পরকালীন জীবন। যে জীবনের শুরু আছে, শেষ নেই। অনন্তকাল। অনন্তের পথে যাত্রার সূচনা হচ্ছে মৃত্যু। সেই জগৎটা কেমন? কীভাবে মৃত্যু হয়? কিয়ামত কখন কীভাবে হবে? কিয়ামতের আলামতগুলো কী? কবর জগৎ কেমন? রুহগুলো কোথায় যায়? হাশরের ময়দান কেমন হবে? কীভাবে বিচার হবে? হাউজে কাউসার কী? জান্নাত ও জাহান্নাম কেমন?

মৃত্যু থেকে কিয়ামত। কিয়ামত হতে জান্নাত-জাহান্নাম। এসব বিষয়েই আলোচিত হয়েছে ইমাম কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ রচিত *'মুখতাসারু কিতাবিত-তাজকিরাহ বি-আহওয়ালিল মাওতা ওয়া উমুরিল আখিরাহ'* গ্রন্থে।

আমরা গ্রন্থটি আপনাদের সমীপে ভাষান্তর করে তুলে দিলাম। আশা করি গ্রন্থটি আমাদের ভাবিয়ে তুলবে পরকালীন জীবন সম্পর্কে। মৃত্যু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সকল বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ আপনাদের সামনে তুলে ধরবে।

বইটি অনুবাদ করেছেন আপনাদের প্রিয় পরিচিত মুখ আবদুন নুর সিরাজি। যার হাত দিয়ে আমরা আপনাদের হাতে *'ক্রুসেড : হিংস্র যুদ্ধের ইতিহাস'*-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বইও তুলে দিতে পেরেছি। আল্লাহ তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন এবং কাজে ও হায়াতে বরকত দিন।

পরিশেষে বইটি সম্পাদনা ও শরয়ি বিষয়গুলো নিরীক্ষণ করে আমাকে কৃতজ্ঞতার চাদরে ঢেকে নিয়েছেন শ্রদ্ধেয় মুফতি মুহিউদ্দীন কাসেমী ও সাইফুল্লাহ আল-মাহমুদ। আল্লাহ তাদেরও জাযায়ে খায়ের দান করুন।

সবশেষে বলব, আমাদের কাজের যা কিছু ভালো তা সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে আর যা অসুন্দর বা ভুল তা আমাদের সীমাবদ্ধতা থেকে। তাই যদি কোনো অসংগতি আপনাদের দৃষ্টিগোচর হয় তাহলে অবশ্যই আমাদের জানিয়ে বাধিত করার অনুরোধ রইল। পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা সংশোধন করে নেবো। ইনশাআল্লাহ।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
অক্টোবর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

সংক্ষেপকারীর আরজ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه أما بعد!

'শুরু করছি পরম করুণাময় আল্লাহর নামে। প্রশংসা ও স্তুতির সবটুকুই তাঁর জন্য। রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার-পরিজন, সাহাবাগণ এবং তাঁর অনুসারীদের ওপর।

ইসলামে পরিবারের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। কেননা, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গঠনে পরিবারের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। পরিবারই হলো ব্যক্তি ও সমাজ; এমনকি গোটা জাতির বিনির্মাণের মূল ফাউন্ডেশন ও প্রথম ইট।'

কখনো কখনো, সময়ে সময়ে মুসলিমসমাজ এমন অনেক প্রতিবন্ধকতা এবং বিপদাপদের সম্মুখীন হয়, চারিত্রিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং নিরাপত্তাগত সমস্যায় পতিত হয়, যেগুলো মুসলিমসমাজকে উভয় জগতের সৌভাগ্য ও সফলতার পথ থেকে দূরে ঠেলে দেয়।

এই প্রতিবন্ধকতা ও বিপদাপদের মোকাবিলা করার জন্য মুসলিমদের সবচেয়ে বেশি সহায়ক হলো নববি শিক্ষা।

এরপর রয়েছে পূর্বসূরিদের পথের অনুসরণ। ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহর প্রসিদ্ধ উক্তি রয়েছে—

وَلَا يُصْلِحُ آخِرَ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَا أَصْلَحَ أَوَّلَهَا

'সে-পথেই এই উম্মাহর পরবর্তীদের সংশোধন সম্ভব, যে-পথে উম্মাহর পূর্বসূরিরা পরিশুদ্ধ হয়েছেন।'

এজন্যই আমাদের পূর্বসূরিদের মাঝে বিভিন্ন গ্রন্থের সংক্ষেপকরণ, পরিমার্জন এবং উপস্থাপনের ধারা জারি ছিল। সেই ধারাবাহিকতায় আমাদের অতীতে এমন অনেক পূর্বসূরি রয়েছেন—যারা মুসলিম উম্মাহর প্রথম[১] ও দ্বিতীয়[২] প্রজন্মের গ্রন্থগুলো অধ্যয়নের সুন্দর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

পরবর্তী প্রজন্ম পূর্বসূরিদের যেসব মূল্যবান গ্রন্থ সংক্ষেপ করে পরবর্তীদের জন্য উপকার গ্রহণের পথ সহজ করে দিয়েছেন, এর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নরূপ :

১. তাফসির ইবনু কাসির থেকে সংক্ষিপ্ত করে কুরআন কারিমের শেষ দশ পারার তাফসির।

ইমাম শাওকানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন—ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক প্রণীত প্রসিদ্ধ তাফসিরগ্রন্থটি কয়েক খণ্ডে বিভক্ত। তিনি এ-গ্রন্থকে বিশাল ব্যাপ্তি দান করেছেন। এতে প্রাসঙ্গিক ও সংশ্লিষ্ট প্রতিটি মাজহাব, হাদিস

---

(১) প্রথম প্রজন্মের গ্রন্থাগারগুলো নিচের কিতাবগুলোকে সংযুক্ত করেছে—
[১] *মুখতাসার রিয়াদুস সালিহিন*, ইমাম নববি রচিত।
[২] *জাদুল মাআদ থেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিদায়াত*, ইবনুল কাইয়িম রচিত।
[৩] *মুখতাসারু হাদিউল আরওয়াহ*, ইবনুল কাইয়িম রচিত।
[৪] *মুখতাসার ইদ্দাতুস সাবিরিন*, ইবনুল কাইয়িম রচিত।
[৫] *মুখতাসার আদ-দাউ ওয়াদ-দাওয়াউ*, ইবনুল কাইয়িম রচিত।
[৬] *মুখতাসারুল ফাওয়াইদ*, ইবনুল কাইয়িম রচিত।

(২) দ্বিতীয় প্রজন্মের গ্রন্থাগারগুলো নিচের কিতাবগুলোকে সংযুক্ত করেছে—
[১] *মুখতাসারুল ফুসুল ফি সিরাতির রাসুল*, ইবনু কাসির রচিত।
[২] *মুখতাসারুল ওয়াবিলুস-সাইব ওয়া রফইল-কালিমিত-তাইয়িব*, ইবনুল কাইয়িম রচিত।
[৩] *মুখতাসারু জামিইল উলুম ওয়াল হিকাম*, ইবনু রজব রচিত।
[৪] *মুখতাসারু সাইদিল খাতির*, ইবনুল জাওযি রচিত।
[৫] *মুখতাসারু লাতাইফুল মাআরিফ*, ইবনু রজব রচিত।
[৬] *মুখতাসারুল কাবাইর*, জাহাবি রচিত।

এবং আসারের সমাহার ঘটিয়েছেন। কথা বলেছেন অত্যন্ত সুন্দর ধাঁচে হৃদয়গ্রাহীভাবে। এটি সবচেয়ে সুন্দর এবং অবিকল্প একটি তাফসির গ্রন্থ।[৩]

২. *মুখতারাতুন মিন মুখতাসারি সাহিহিল বুখারি*—সংক্ষিপ্ত বুখারি থেকে নির্বাচিত অংশ, জুবাইদি রচিত।

জুবাইদি রাহিমাহুল্লাহ বলেন—আমি *সহিহুল বুখারির* হাদিসগুলোকে তাকরার ছাড়া একত্রিত করতে চাই এবং তাকরার ছাড়াই সেগুলোকে সংকলন করি। যেন সহজেই হাদিসগুলোকে আত্মস্থ করা যায়।[৪]

৩. *আলামুস-সুন্নাতিল মানশুরাহ লি-ইতিকাদিত-তাইফাতিন-নাজিয়াতিল মানসুরাহ* (আকিদাসংক্রান্ত প্রশ্নোত্তর), হাফিজ আল-হাক্কি রচিত।

হাফিজ আল-হাক্কি রাহিমাহুল্লাহ বলেন—এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থটি অত্যন্ত উপকারী, ফলদায়ক এবং অনেক লাভজনক। যেটি দ্বীনের মূলনীতিগুলোকে করেছে পরিব্যাপ্ত এবং একত্ববাদের উসুলগুলোকে করেছে রপ্ত। আমি গ্রন্থটিকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের মাজহাবের ওপর করেছি ক্ষান্ত। প্রবৃত্তিপূজারি এবং বিদআতিদের কথা থেকে গ্রন্থটিকে রেখেছি মুক্ত।[৫]

৪. *মুখতাসারু কিতাবিত-তাজকিরি বি-আহওয়ালিল মাওতা ওয়া উমুরিল আখিরাহ*—মৃত্যু ও পরকালীন অবস্থাগুলোর স্মরণিকা গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত রূপ, ইমাম কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক রচিত।

ইমাম কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ বলেন—আমি এমন একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ রচনা করতে মনস্থ করি, যেটি আমার জন্য হবে স্মারক এবং আমার মৃত্যুর পর হবে নেকআমল। যে গ্রন্থটি সন্নিবেশিত হবে মৃত্যুর আলোচনা, মৃতের অবস্থা, হাশর-নাশর, জান্নাত, জাহান্নাম, ফিতনা এবং কিয়ামতের আলামতের আলোচনা দ্বারা।[৬]

৫. *মুখতাসারু ইগাসাতিল-লাহফান ফি মাসায়িদিশ-শাইতান* অর্থাৎ শয়তানের ধোঁকায় পরিষ্কার সাহায্য—গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত রূপ। ইবনুল কাইয়িম জাওযি রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক রচিত।

---

[৩] *আল-বদরুত-তালি*: ১/১৫৩
[৪] *আত-তাজরিদুস-সারিহ*: ১৩
[৫] *আলামুস-সুন্নাহ*: ২১
[৬] *আত-তাজকিরাহ*: ১/১০৯

ইবনুল কাইয়্যিম জাওযি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, করুণাময় আল্লাহ তাআলা যেহেতু স্বীয় অনুগ্রহে আমাকে আত্মার ব্যাধি এবং সেগুলো প্রতিকারের ব্যাপারে অবহিত করেছেন, জানিয়ে দিয়েছেন বান্দার প্রতি শয়তানের কুমন্ত্রণা সম্পর্কে, অবগত করেছেন শয়তানের কুমন্ত্রণার কুফল সম্পর্কে এবং এর পরবর্তী কলবের বেহাল দশা সম্পর্কে, সুতরাং আমি বিষয়টিকে এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করার ইচ্ছা করেছি।[৭]

৬. *মুখতাসারু তুহফাতিল মাওদুদ বি-আহকামিল মাওলুদ*—নবজাতক সম্পর্কে মাওদুদের উপহার, ইবনুল কাইয়্যিম জাওযি রাহিমাহুল্লাহ কর্তৃক রচিত।

ইবনুল কাইয়্যিম জাওযি রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি অত্র গ্রন্থে সেসকল বিষয় আলোচনা করার প্রয়াস পেয়েছি—নবজাতক জন্মগ্রহণ করার পর থেকে শৈশবকালীন যে-সমস্ত বিধি-বিধানের প্রয়োজন হয়। যেমন : আকিকা ও তার বিধানাবলি, মাথা মুণ্ডানো, নাম রাখা, খাতনা করা, পেশাবের বিধান, কানের ছিদ্র, নবজাতকের শিক্ষাদীক্ষার বিধানাবলি, এভাবে তার বীর্যাবস্থায় থাকার সময় থেকে নিয়ে জান্নাত বা জাহান্নামে স্থায়ী হওয়ার যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে।[৮]

তদ্রূপ আমিও ইমাম কুরতুবি রহ. রচিত বিখ্যাত গ্রন্থটি[৯] সংক্ষেপ করেছি; যেন খুব সহজে মানুষ উপকৃত হতে পারে। যে ব্যক্তিই এ-কাজে অংশগ্রহণ করেছেন এবং আমাকে সহযোগিতা করেছেন—সকলের প্রতিই আমার অকৃপণ কৃতজ্ঞতা এবং অনিঃশেষ শুকরিয়া। আল্লাহ তাআলার দরবারে আবেদন করছি—যেন এই আমলটুকু নেকআমল হিসেবে কবুল করে নেন!

—আ. ড. আহমদ বিন উসমান আল-মাজিদ

অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
কিং সউদ ইউনিভার্সিটি, রিয়াদ, সৌদি আরব

[৭] *ইগাসাতুল-লাহফান* : ১/৭

[৮] *তুহফাতুল মাওদুদ* : ৬

[৯] *'কিতাবুত তাজকিরাহ বি-আহওয়ালিল মাওতা ওয়া উমুরিল আখিরাহ'*

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

স্বীয় রবের প্রতি মুখাপেক্ষী, রবের ক্ষমার প্রত্যাশী এবং রবের রহমতের আকাঙ্ক্ষা পোষণকারী বান্দা মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন আবু বকর বিন ফারাহ আল-আনসারি, আল-খাজরাজি, আল-উন্দুলুসি, অতঃপর কুরতুবি বলছে, আল্লাহ তাআলা তাকে, তার মাতা-পিতাকে এবং সমস্ত মুসলিমকে ক্ষমা করুন! আমিন!

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য! যিনি সর্বোচ্চ-সুমহান, যিনি মানুষের বন্ধু ও অভিভাবক। যিনি সৃষ্টি করে জীবন দান করেছেন। তাঁর সৃষ্টির ওপর মৃত্যু ও ধ্বংসকে অবধারিত করেছেন। ফায়সালা করেছেন সেদিন পুনরুত্থিত হওয়ার—যেদিন দেওয়া হবে প্রতিদান, সাধিত হবে ভালো-মন্দের মাঝে ফারাক, হবে চূড়ান্ত ফায়সালা। দেওয়া হবে প্রতিটি আত্মাকে তার কৃতকর্মের প্রতিদান। যেমন আল্লাহ তাআলা তাঁর পবিত্র কালামে ইরশাদ করেছেন—

إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ ۖ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ۝ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّىٰ .

'নিশ্চয় যে তার পালনকর্তার কাছে অপরাধী হয়ে আসে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম। সেখানে সে মরবে না এবং বাঁচবেও না। আর যারা তাঁর কাছে আসে এমন ঈমানদার হয়ে—যারা সৎকর্ম সম্পাদন করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে সুউচ্চ মর্যাদা। রয়েছে বসবাসের এমন পুষ্পোদ্যান—যার তলদেশ দিয়ে নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটা তাদেরই পুরস্কার—যারা পবিত্র হয়।' [সুরা তোহা, আয়াত : ৭৪-৭৬]

হামদ ও সালাতের পর—আমি এমন একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ রচনার করতে মনস্থ করি, যেটি আমার জন্য হবে স্মারক এবং আমার মৃত্যুর পর হবে নেকআমল। যে গ্রন্থটি মৃত্যুর আলোচনা, মৃতের অবস্থা, হাশর-নাশর, জান্নাত, জাহান্নাম, ফিতনা এবং কিয়ামতের আলামতের আলোচনা দিয়ে সমৃদ্ধ হবে।

আমি বিষয়গুলোকে উদ্ধৃত করেছি মুসলিম উম্মাহর সম্মানিত ইমাম এবং বিদ্বানগণের গ্রন্থাবলি থেকে; ঠিক যেভাবে সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে এবং যেভাবে আমি দেখেছি। আপনি খুব শীঘ্রই ইনশাআল্লাহ যথাস্থানে পরিষ্কারভাবে তা দেখতে পাবেন। আমি গ্রন্থটির নাম রেখেছি—*'কিতাবুত তাজকিরাতি বি-আহওয়ালিল মাওতা ওয়া উমুরিল আখিরাহ।'* গ্রন্থটিকে অধ্যায় অধ্যায় করে সাজিয়েছি। প্রতিটি অধ্যায়ের মাঝে একটি বা একাধিক পরিচ্ছেদ স্থাপন করেছি। সেগুলোতে প্রয়োজনীয় দুষ্প্রাপ্য আলোচনা, হাদিসের জরুরি ফিকহ বা দুর্বোধ্য বিষয়ের সমাধান সংযোজন করেছি! যেন গ্রন্থের উপকারিতা পূর্ণতা পায় এবং তার ফায়দা মহিমান্বিত রূপ লাভ করে। কারণ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের ফিকহ হাসিল করা, সেগুলোতে নন্দিত কিয়াস করা, উপযোগী স্থানে যথাযথ আমল করা এবং সর্বযুগে হাদিসকে কার্যকরী রাখাই মৌলিক মাকসাদ।

আল্লাহ তাআলা গ্রন্থটিকে নির্ভেজাল করে কেবল তাঁরই জন্য এবং তাঁর কৃপায় তাঁর রহমত ও করুণা লাভের মাধ্যম বানিয়ে দিন। তিনি ছাড়া কোনো রব নেই এবং ইবাদত পাওয়ার যোগ্যও কেবল তিনিই। ফা-সুবহানাহু মা আজামা শানুহু।

অনুবাদকের কথা

ইন্নালহামদা লিল্লাহ্ ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা মান লা নাবিয়্যা বা'দাহ। হামদ ও সালাতের পর...

মানুষ স্বপ্নপ্রিয়। স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে। হৃদয়ে পোষে হাজার রকমের সাধ। যা কখনো পূরণ হয়, কখনো হয় না। কারও পূরণ হয়, আবার কারও অধরাই থেকে যায়। আমার হৃদয়েও কিছু স্বপ্ন ছিল, কিছু স্বপ্ন আছে, কিছু স্বপ্ন বুকে নিয়েই ইহধাম ত্যাগ করতে হবে। সবচেয়ে বড় আশা, বড় স্বপ্ন ইহকালে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জীবনটাকে ওয়াকফ করা, পরকালে আল্লাহর মাগফিরাত লাভ করা। এই স্বপ্ন শুধু নিজেকে নিয়ে নয়, বরং গোটা মুসলিম উম্মাহকে নিয়ে। কিন্তু সবার মতো আমারও সাধ্যের একটি সীমা আছে, যার গণ্ডি একেবারেই ছোটো ও সীমিত। তবুও চেষ্টা করে যাই, যদিও এ-পথে ঠিকমতো নিজেই হাঁটতে পারি না।

সত্য বলতে কী—এ-যাবৎ যতটুকু কাজ করেছি, করতে পেরেছি এর পেছনে আমার কাছে যা আছে তা হলো—অপরিণামদর্শী দুঃসাহস। হৃদয়ে যে কাজটার স্পৃহা জাগে, হুট করে তাতে জড়িয়ে পড়ি। অগ্র-পশ্চাৎ ভেবে দেখি না। যেকারণে কখনো সফল হই, কখনো ব্যর্থতা আমাকে জাপটে ধরে। বাস্তবে আমার সফলতার চেয়ে ব্যর্থতার মাত্রাটাই বেশি। তবুও সামনে চলতে চাই। পাপের পরে তাওবার দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি।

বারবার পাপের করালগ্রাসে আটকা পড়ি, তবুও তাওবা করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। এভাবেই আল্লাহ এতদূর নিয়ে এসেছেন।

জানি না আখেরি পরিণাম কী হবে! কখনো হৃদয়ে মৃত্যুর ভয় এত বেশি জাগে যে, সমস্ত কাজের স্পৃহা হারিয়ে ফেলি। আবার কখনো এমনভাবে পাপের আসক্তি জাগে, নিজেকে আটকিয়ে রাখতে পারি না। নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন যেন আমার জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ফলে মৃত্যুর মতো একটি চিরন্তন সত্যকেও আমি ভুলে যাই। জড়িয়ে পড়ি নানাবিধ গোনাহে। অনন্ত জীবনের সুখ-দুঃখের কথা একবারও ভাবি না।

মৃত্যু কী? তা হয়তো সকলেই আমরা জানি। কিন্তু কেমন হবে মৃত্যু-পরবর্তী জীবন? কিয়ামত, পরকাল, জান্নাত-জাহান্নাম, পুলসিরাতসহ পরকাল জীবনের নানা বিষয়ের নাম জানলেও তার বিস্তারিত অবস্থা আমরা ক'জনেই-বা জানি!

মৃত্যু, কবর, জান্নাত-জাহান্নামসহ পরকাল জীবন সম্পর্কে সকল বিষয়ে আমাদের অবগত করতেই ইমাম কুরতুবি রাহিমাহুল্লাহ *'কিতাবুত তাজকিরাহ বি-আহওয়ালিল মাওতা ওয়া উমুরিল আখিরাহ'* নামে প্রায় দেড় হাজার পৃষ্ঠার বিশাল কলেবরের একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। গ্রন্থটি থেকে মুসলিম উম্মাহ যেন খুব সহজে উপকৃত হতে পারে তাই শাইখ আ. ড. আহমদ বিন উসমান আল-মাজিদ।[১০] কিতাবটিকে সংক্ষিপ্ত করেছেন; এবং গ্রন্থে উল্লিখিত হাদিসসমূহের সনদের তাহকিক করেছেন। আরবি পাঠে উল্লিখিত অনেক কঠিন শব্দের সাবলীল ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাকে জাযায়ে খাইর দান করুন।

মুহাম্মদ পাবলিকেশন কর্তৃক গ্রন্থটির বাংলা রূপান্তরের দায়িত্ব আসে আমার ওপর। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি হৃদয়গ্রাহী করে ভাষান্তর করার। আমার কাজের অপূর্ণতাকে পূর্ণতাদানের চেষ্টা করেছেন পাঠকনন্দিত লেখক, অনুবাদক ও সম্পাদক মুফতি মুহিউদ্দীন কাসেমী। আল্লাহ তাআলা তাঁকে নিজের শান অনুযায়ী প্রতিদান প্রদান করুন।

আল্লাহ তাআলা গ্রন্থটিকে লেখক, অনুবাদক, সম্পদসহ সংশ্লিষ্ট সকলের ইহ ও পরলৌকিক জীবনের সফলতার মাধ্যম হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

—আবদুন নুর সিরাজি

---

[১০] অধ্যাপক : ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, কিং সউদ ইউনিভার্সিটি, রিয়াদ, সৌদি আরব।

সংক্ষিপ্ত সূচি

মৃত্যু
কবর
সিঙায় ফুঁৎকার, মানুষ ও জিনের
বিনাশ ও পুনরুত্থান
হাশর
পুলসিরাত
জাহান্নাম
জান্নাত
ফিতনা
কিয়ামত
কিয়ামতের পূর্বে সংঘটিতব্য
অন্যতম ও শেষ দশটি আলামত

সূচিপত্র

মৃত্যু

মৃত্যু কামনা নিষেধ
দ্বীন ধ্বংসের আশঙ্কায় মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করার বিধান
মৃত্যুর আলোচনার ফজিলত এবং মৃত্যুর প্রস্তুতি
মৃত্যু ও আখিরাতের স্মরণ এবং দুনিয়া পরিত্যাগ
কবর জিয়ারতের বিধান
মুমিন ব্যক্তি ললাট ঘর্মাক্ত অবস্থায় মারা যায়
মৃত্যুর কঠোরতা
আল্লাহর প্রতি সুধারণা
মাইয়্যিতকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর তালকিন করানো
মৃত্যুর সময়ে স্বজনদের করণীয়
চোখ বন্ধ করার সময়ে যা বলতে হবে
ফলাফলের মাপকাঠি হবে শেষ আমল
মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুদূতের আগমন
তাওবার ব্যাখ্যা ও তাওবাকারী
তাওবা গ্রহণযোগ্য হওয়ার চারটি শর্ত
রুহ কবজ করার সময়ে সুসংবাদ বা দুঃসংবাদ প্রদান করা হয়
মৃত্যুকালীন বিভিন্ন পরিস্থিতি
রুহ কবজ করার সময় চোখও রুহের অনুসরণ করে
কাফন সুন্দর হওয়া উচিত
দ্রুত সময়ে জানাযা ও কাফন-দাফন হওয়া উচিত
মৃত্যুর কোন জিনিস কবরে যায়, কোন জিনিস যায় না

কবর

নেককার হলেও কবরে কঠোরতা হবে

লাহাদ কবর
দাফন ও দুআর পর কবরের পাশে কিছুক্ষণ অবস্থান করা
কবরে প্রশ্ন এবং আজাব থেকে আশ্রয় চাওয়া
মাইয়েতের রুহ কবজ এবং তার কবরের অবস্থা
মুমিনের আমল অনুপাতে কবরে প্রশস্ততা হবে
কবরের আজাব সত্য ও কাফিরের আজাবের বিভিন্নতা
কবরের আজাব এবং পাপীদের পাপভেদে আজাবের কম-বেশ
কবরের আজাব ও ফিতনা থেকে আশ্রয় চাওয়া
মৃত ব্যক্তি জীবিতদের কথা শুনতে পায়
কবরের ভয়াবহতা, ফিতনা এবং আজাব থেকে মুক্ত ব্যক্তি
মৃত ব্যক্তিকে সকাল-সন্ধ্যায় তার গন্তব্য দেখানো হয়
শহিদদের রুহ জান্নাতে যাবে
শহিদের প্রকার, বিধান এবং শাহাদতের অর্থ
মাটির দেহ মাটি খাবে
নবি ও শহিদদের শরীর মাটি খাবে না

সিঙায় ফুঁৎকার, মানুষ ও জিনের বিনাশ ও পুনরুত্থান

রাব্বে কারিম ছাড়া সবকিছু ধ্বংস হবে
বরজখের জীবন
দ্বিতীয় ফুঁৎকার
পুনরুত্থানের বিবরণ এবং দুনিয়ায় তার আলামত
প্রত্যেককে তার পূর্বের অবস্থায় পুনরুত্থিত করা হবে
কিয়ামতের দিন মানুষ কোথায় অবস্থান করবে?

হাশর

কিয়ামতের ময়দানে উপস্থিতির বর্ণনা
নগ্ন পা-উলঙ্গ-খাতনাহীন জমায়েত
কিয়ামতের দিন প্রত্যেকেই নিজের চিন্তায় বিভোর থাকবে
কিয়ামত দিবসের বিভিন্ন নাম
কিয়ামতের ভয়াবহতা ও কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায়
হাশরবাসীর জন্য আমাদের নবির শর্তহীন শাফায়াত
এই শাফায়াতই মাকামে মাহমুদ
নবিজির শাফায়াতে ধন্য হবেন যারা

সাক্ষাৎকার ও আমলনামা সমাচার
বান্দাকে জিজ্ঞাসিতব্য বিষয় এবং জিজ্ঞাসার পদ্ধতি
আল্লাহ তাআলা বান্দার সাথে দোভাষী ছাড়াই কথা বলবেন
কিয়ামতের দিন হবে ইনসাফ ও বদলা নেওয়ার দিন
প্রথমে বান্দার যা হিসাব হবে
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মানুষের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে
পূর্ববর্তী নবিদের পক্ষে উম্মতে মুহাম্মদির সাক্ষ্য
জাকাত অস্বীকারকারীর শাস্তি এবং প্রতারক ও সীমালঙ্ঘনকারীর লাঞ্ছনা
দায়িত্বশীলদের আলোচনা
হাউজে কাউসারের বিবরণ
হাউজে কাউসার থেকে যাদেরকে বিতাড়িত করা হবে
জান্নাতে নবিজির হাউজে কাউসার
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—
মিজানের মাধ্যমে আমল পরিমাপের পদ্ধতি
কিয়ামতের দিন প্রতিটি উম্মত তার উপাস্যের অনুগামী হবে

পুলসিরাত

পুলসিরাতের ওপর মুমিনদের বৈশিষ্ট্য
কিয়ামতের ভয়াবহ তিনটি স্থান
পুলসিরাতের সংখ্যা এবং জান্নাত-জাহান্নামের মাঝে অবস্থিত দ্বিতীয় পুলসিরাত

জাহান্নাম

শাফায়াতকারী এবং জাহান্নামিদের আলোচনা
শাফায়াত-প্রাপকের আলামত
কিয়ামতের দিন আল্লাহর রহমত, মাগফিরাত এবং ক্ষমার প্রত্যাশা
জান্নাতের ওপর কষ্টের এবং জাহান্নামের ওপর কামনার আবরণ
জান্নাত এবং জাহান্নামের ঝগড়া
জান্নাতি ও জাহান্নামিদের গুণাবলি
জান্নাতি ও জাহান্নামিদের আরেকটি গুণ
যারা অধিকাংশ জান্নাতি ও জাহান্নামি হবে
সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না
যে ব্যক্তির মাধ্যমে জাহান্নামে প্রথম আগুন প্রজ্বলিত হবে
যারা বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে
উম্মতে মুহাম্মাদির শ্রেষ্ঠত্ব

জাহান্নামের বিভিন্ন স্তর
আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রাপ্তি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাওয়া
জাহান্নামের নির্ধারিত স্তর
জাহান্নামের দরজা সাতটি
জাহান্নামের লাগামসমূহ
জাহান্নামের উত্তাপ এবং আজাবের তীব্রতা
জাহান্নামের বিবিধ অবস্থা
জাহান্নামিদের হাতুড়ি, শিকল, বেড়ি এবং লাগাম
জাহান্নামের জ্বালানি
জাহান্নামিদের আকৃতি
পাপীর আজাবের কারণে অন্য জাহান্নামিদেরও কষ্ট হবে
জালিমের আজাব দুনিয়াতেও হয়ে থাকে
আমলহীন বক্তা এবং দাঈ
জাহান্নামিদের পানাহার ও পোশাক
জাহান্নামিদের ক্রন্দন এবং তার চেয়ে কম আজাবের অধিকারী
কাফিরদের বিনিময়ে মুসলিমদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি
জাহান্নাম বলবে, আরও আছে কি?
সর্বশেষ জাহান্নাম থেকে মুক্ত ব্যক্তি
জান্নাতিদের মিরাস এবং জাহান্নামিদের ঠিকানা
মৃত্যুর প্রাণ

জান্নাত

পৃথিবীতে আছে যেসব জান্নাতি বস্তু
জান্নাতের নহরগুলোর উৎপত্তি
দুনিয়ার মদপানকারীরা জান্নাতের শরাব পাবে না
দুনিয়ার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ জান্নাতের গাছ এবং ফল
জান্নাতিদের পোশাক
জান্নাতের প্রতিটি গাছের কাণ্ড হবে স্বর্ণের
জান্নাতে চাষাবাদ
জান্নাতের কোন দরজা কার জন্য?
জান্নাতের দরজা রাইয়্যান ও রোজাদার
জান্নাতের স্তর
জান্নাতের কক্ষ এবং সেগুলোর অধিকারী
জান্নাতিদের বালাখানা, বাড়ি-ঘর

জান্নাতের তাঁবু ও বাজার
জান্নাতে প্রথম প্রবেশ করবে গরিব মানুষেরা
জান্নাতিদের গুণাগুণ
নেককাজ হবে হুরে ঈনের মহর
জান্নাতে প্রকৃত অর্থেই পানাহার ও বিয়ে হবে
জান্নাতে সন্তানের প্রত্যাশা
জান্নাতি বস্তু পুরাতন হবে না
জান্নাতি হুর তার দুনিয়ার স্বামীকে দেখছে
জান্নাতের পাখি, ঘোড়া এবং উট
জান্নাতের শহরতলি
জান্নাতে শূন্য ময়দান থাকবে
সর্বোচ্চ জান্নাতি ও সর্বনিম্ন জান্নাতি যা পাবে
জান্নাতিদের কাছে আল্লাহর সন্তুষ্টি
জান্নাতিদের জন্য সবচেয়ে বড় নিয়ামত হবে 'আল্লাহর দিদার'
পিতা-মাতার আগে সন্তানের মৃত্যুর উপহার
জান্নাতিদের প্রথম আপ্যায়ন ও উপঢৌকন
জান্নাতের চাবি—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললে হত্যা করা যাবে না
মুমিনের যাবতীয় সম্পদ হারাম ও মর্যাদাপূর্ণ
মুসলিম হত্যা এবং তার সহযোগিতা

ফিতনা

প্রতিটি মুহূর্ত হবে ভয়াবহ
ফিতনা থেকে পলায়ন
ফিতনার সময় ঘরে থাকুন
ফিতনার দিনে করণীয়-বর্জনীয়
ফিতনার সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদেরকে আঁকড়ে ধরুন
হত্যাকারী ও নিহত দুজনই যখন জাহান্নামি
আল্লাহ তাআলা এই উম্মতের পরস্পরের মাঝে যুদ্ধের ফায়সালা করেছেন
ফিতনা সম্পর্কে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী
ফিতনার উত্তাল তরঙ্গ
ফিতনামুক্ত ব্যক্তিই হবে সৌভাগ্যবান
এই উম্মতের প্রথমাংশ ও শেষাংশের ভিন্ন-ভিন্ন ভাগ্যলিপি
ফিতনার সময় মৃত্যুর দুআ করার বিধান

কষ্ট, ফিতনা এবং বিপদের কারণ
যুদ্ধের লক্ষণসমূহ
রোমের যুদ্ধ এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিজাতীয়দের ঐক্য
তুর্কিদের যুদ্ধ এবং তাদের গুণাবলি
সিরিয়ার ফজিলত
এই যুদ্ধে আল্লাহর বিশেষ বাহিনী
মদিনা, মক্কা এবং সেগুলোর বিরানভূমি
ইমাম মাহদি এবং শেষ জামানা
ইস্তাম্বুল বিজয় এবং হজরত ইসা আলাইহিস সালাম

কিয়ামত

কিয়ামত খুব সন্নিকটে
কিয়ামতের পূর্বমুহূর্তে সংঘটিতব্য বিষয়াবলি
আরও কিছু আলামত
কীভাবে ইলম তুলে নেওয়া হবে
জমিন তার গর্ভস্থ খনিজ সম্পদগুলো বের করে দেবে
শেষ জামানার শাসকদের গুণাবলি
কলব থেকে আমানত ও ঈমান উঠে যাবে
ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে
ইসলামের পঠন-পাঠন সত্ত্বেও কুরআনের বিদায়

কিয়ামতের পূর্বে সংঘটিতব্য অন্যতম ও শেষ দশটি আলামত

ভূমিধস
দাজ্জালের আগমন
যে শহরে দাজ্জালের প্রবেশ নিষেধ
দাজ্জাল বের হওয়ার কারণ এবং ফিতনার আস্ফালন
ইসা আলাইহিস সালাম
ইবনুস সাইয়্যাদ-ই দাজ্জাল এবং তার নাম 'সাফ'
দাব্বাতুল আরদ
পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয়
কিয়ামতের আলামতগুলোর ধারাবাহিকতা
পৃথিবীতে যতক্ষণ আল্লাহ-আল্লাহ বলা হবে
ততক্ষণ কিয়ামত হবে না
কার ওপর কিয়ামত কায়িম হবে

মৃত্যু

মৃত্যু কামনা নিষেধ

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

> لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ، فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ فَاعِلًا، فَلْيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي.
>
> বিপদে আক্রান্ত হলেই তোমাদের কেউ যেন মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা না করে। বাধ্য হয়ে দুআ করতে চাইলে এভাবে বলতে পারে—হে আল্লাহ, যখন আমার জন্য মৃত্যু মঙ্গলময় হবে তখন মৃত্যু দিয়ো।[১]

অন্যত্র হাদিসে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা না করে। কারণ, বেশি হায়াত পেলে সে হয়তো নেককাজ

[১] সহিহ মুসলিম, খণ্ড : ১৭, পৃষ্ঠা : ৪২১, হাদিস : ৫২৩৯; সহিহ মুসলিম, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ১৭৮, হাদিস : ৪৮৪০।

করবে, ফলে তার কল্যাণ বৃদ্ধি পাবে। অথবা পাপে লিপ্ত থাকবে এবং এখন বিপদে পড়ে পাপ করতে বিরতবোধ করবে।[২]

উলামায়ে কিরাম বলেছেন—মৃত্যু কেবল বিনাশ হয়ে যাওয়া নয়; বরং মৃত্যু হলো—শরীরের সাথে রুহের সাময়িক বিচ্ছেদ, পার্থিব সম্পর্কের সমাপ্তি। মৃত্যু হচ্ছে অবস্থা ও জগতের পরিবর্তন, এক স্থান হতে অন্য স্থানে স্থানান্তর।

মৃত্যু একটি মহা মুসিবত, বড় বিপদ। পবিত্র কুরআনে মৃত্যুকে বিপদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে—

فَاَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةُ الْمَوْتِ.

> সুতরাং তোমাদের ওপর মৃত্যুর বিপদ আপতিত হবে। [সুরা মায়িদা, আয়াত : ১০৬]

তো মৃত্যু অনেক বড় বিপদ এবং বিশাল আবরণ।

সালাফরা আরও বলেন, মৃত্যুর চেয়েও বড় বিপদ হলো—মৃত্যু সম্পর্কে গাফিল থাকা, মৃত্যুর আলোচনাকে উপেক্ষা করা, মৃত্যু সম্পর্কে কম চিন্তা করা চিন্তার অপ্রতুলতা, এবং মৃত্যুর জন্য আমলি প্রস্তুতি গ্রহণ না করা। যে ব্যক্তি শিক্ষা গ্রহণ করতে চায়, তার জন্য এক মৃত্যুর মাঝেই রয়েছে প্রভূত শিক্ষা, যে ব্যক্তি চিন্তা করতে চায় তার জন্য মৃত্যুর মাঝেই রয়েছে চিন্তার অজস্র উপকরণ!

আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, প্রত্যেক মুমিনের জন্য মৃত্যু কল্যাণকর। যারা আমার কথাকে সত্যায়ন করবে না, তাদের জন্য আল্লাহ তাআলার বাণী লক্ষণীয়—

وَ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِّلْاَبْرَارِ

> আর আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তা নেককারদের জন্য কল্যাণকর। [সুরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৯৮]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

وَ لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْۤا اَنَّمَا نُمْلِيْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّاَنْفُسِهِمْ

---

[২] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৭, পৃষ্ঠা : ৪২৩, হাদিস : ৫২৪১।

> কাফিররা যেন না ভাবে যে, আমি তাদেরকে যে অবকাশ দিচ্ছি তা তাদের জন্য কল্যাণকর। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত : ১৭৮]

হাইয়ান ইবনুল আসওয়াদ বলেছেন—মৃত্যু একটি সেতু, যা বন্ধুকে তার বন্ধুর কাছে পৌঁছিয়ে দেয়।

দ্বীন ধ্বংসের আশঙ্কায় মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করার বিধান

ইউসুফ আলাইহিস সালামের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জানিয়েছেন, তিনি আল্লাহর কাছে নিম্নের দুআ করেছিলেন—

تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّ اَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ.

> আমাকে মুসলিম অবস্থায় মৃত্যু দিন এবং নেককারদের সাথে যুক্ত করুন। [সূরা ইউসুফ, আয়াত : ১০১]

মারইয়াম আলাইহাস সালাম দুআ করেছিলেন এভাবে—

يٰلَيْتَنِيْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَ كُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا.

> হায়! আমি যদি এর পূর্বেই মারা যেতাম এবং হয়ে যেতাম চিরবিস্মৃত! [সূরা মারইয়াম, আয়াত : ২৩]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ.

> ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ অন্য কারও কবরের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করার সময় এ কথা না বলবে যে—হায় আমি যদি তার স্থানে হতাম![৩]

মৃত্যুর আলোচনার ফজিলত এবং মৃত্যুর প্রস্তুতি

---

[৩] *সাহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ২২, পৃষ্ঠা : ১৩, হাদিস : ৬৫৮২; *সাহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ১১২, হাদিস : ৫১৭৫; *মুয়াত্তা ইমাম মালিক*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৩৭, হাদিস : ৫০৮।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ.

স্বাদ বিনাশকারীর [মৃত্যুর] আলোচনা বেশি বেশি করো।[৪]

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। ইত্যবসরে জনৈক আনসারি ব্যক্তি এলেন এবং নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিলেন। তারপর বললেন—হে আল্লাহর রাসুল! কোন মুমিন সবচেয়ে উত্তম? জবাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন—যার চরিত্র সবেচেয়ে সুন্দর। আনসারি আবার বললেন, কোন মুমিন সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান? নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—যে ব্যক্তি মৃত্যুকে অধিকহারে স্মরণ করে, মৃত্যুপরবর্তী জীবনের জন্য ভালোভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করে, তারাই অধিক জ্ঞানী সচেতন।[৫]

শাদ্দাদ ইবনু আওস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যে নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মৃত্যুপরবর্তী জীবনের জন্য আমল করে। আর অক্ষম ওই ব্যক্তি, যে নফসকে প্রবৃত্তির দাস বানালো এবং আল্লাহর ওপর আশা করে বসে থাকল।'[৬]

الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا.

> যিনি জীবন-মরণকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মধ্য সবচেয়ে বড় নেককার কে-তা পরীক্ষা করার জন্য। [সুরা মুলক, আয়াত : ২]

ইমাম সুদ্দি রাহিমাহুল্লাহ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে মৃত্যুকে সবেচেয়ে বেশি স্মরণ করে, মৃত্যুর জন্য সবচেয়ে সুন্দরভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং মৃত্যুকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে, সেই হলো প্রকৃত বুদ্ধিমান।

---

[৪] *সুনানুন নাসায়ি*, খণ্ড : ৬, পৃষ্ঠা : ৩৫৪, হাদিস : ১৮০১; *সুনানুত তিরমিজি* : হাদিস : ২৩০৭; *ইবনু মাজাহ* : হাদিস : ৪২৫৮।

[৫] *সুনানু ইবনু মাজাহ*, খণ্ড : ১২, পৃষ্ঠা : ৩১১, হাদিস : ৪২৪৯।

[৬] *সুনানুত তিরমিজি*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৪৯৩, হাদিস : ২৩৮৩।

উলামায়ে কিরাম বলেছেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাটি— أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ 'স্বাদ বিনাশকারী (মৃত্যুর) আলোচনা বেশি বেশি করো'—অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। কিন্তু এই বাণীটি সমস্ত উপদেশকে পরিব্যাপ্ত করেছে এবং উচ্চাঙ্গের ভাষায় নসিহত করেছে। কেননা, যে ব্যক্তি সত্যিকারার্থেই মৃত্যুকে স্মরণ করে, পার্থিব জীবনের স্বাদ-আহ্লাদ তার কাছে বিষময় হয়ে ওঠে, তার ভবিষ্যৎ আশাগুলোকে বিনাশ করে দেয় এবং তাকে সমস্ত আশা থেকে তাকে বিরাগী করে তুলে। কিন্তু আবদ্ধ নফস এবং উদাস হৃদয়গুলো দীর্ঘ উপদেশ এবং আড়ম্বরপূর্ণ শব্দের মুখাপেক্ষী হয়। নতুবা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী 'স্বাদ বিনাশকারী মৃত্যুর আলোচনা বেশি বেশি করো' এবং সাথে আল্লাহ তাআলার কালাম—

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ .

প্রতিটি প্রাণই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে

শ্রোতার জন্য যথেষ্ট এবং দর্শককে তাতে ব্যস্ত রাখতে পারত।

গোটা উম্মত একমত যে, মৃত্যুর জন্য নির্ধারিত কোনো বয়স নেই, জানা নেই নির্ধারিত কোনো সময় আর না আছে নির্ধারিত কোনো রোগ। এর কারণ হলো—মানুষ যেন সর্বদা মৃত্যুর ভয়ে ভীত থাকে এবং মৃত্যুর জন্য সদা প্রস্তুত থাকে। জনৈক বুজুর্গ রাতের বেলা শহরের প্রাচীরে উঠে ডেকে ডেকে বলতেন—আর-রাহিল! আর-রাহিল—মৃত্যুপথের যাত্রী! মৃত্যুপথের যাত্রী! তার মৃত্যু হলে ওই শহরের শাসক ওই ডাকের আওয়াজ শুনতে না পেয়ে তার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। তখন তাকে জানানো হলো—লোকটি মারা গেছেন। তখন তিনি এই কবিতা আবৃত্তি করলেন—

ما زال يلهج بالرحيل و ذكره حتى أناخ ببابه الجمال

فأصابه متيقظا و مشمرا ذا أهبة لم تلهه الامال

'সর্বদা মৃত্যু ও তার আলোচনা দিয়ে করত আসক্ত,
এমনকি তার দরজায় উটগুলোও হেঁকে উঠত।
সুতরাং সে জাগ্রত হয়ে দ্রুত চলত-
ত্রস্থাবস্থায়! আর আকাঙ্ক্ষা হতো পরাজিত।'

ইমাম আত-তাইমি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, দুটি বস্তু আমার থেকে দুনিয়ার স্বাদকে বিচ্ছিন্ন করেছে : "মৃত্যুর স্মরণ এবং আল্লাহ তাআলার সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয়। আমি যখন-ই এই দুটি বিষয় নিয়ে চিন্তা করি, তখনই এই দুনিয়ার স্বাদ আমার থেকে অনেক দূরে চলে যায়।"

ইমাম আল-লিফাফ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, যে ব্যক্তি অধিকহারে মৃত্যুর কথা স্মরণ করবে, তাকে তিনটি বস্তু দ্বারা সম্মানিত করা হবে—(১) দ্রুত তাওবা করার সুযোগ হবে। (২) হৃদয়ে তুষ্টি সৃষ্টি হবে (৩) ইবাদতের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।

আর যে ব্যক্তি মৃত্যুর কথা ভুলে যাবে, তাকে তিনটি বস্তু দ্বারা শাস্তি দেওয়া হবে—(১) তাওবা করার সুযোগ হলেও হবে অনেক বিলম্বে। (২) উপার্জিত জীবিকার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না। (৩) ইবাদতে আলস্য সৃষ্টি হবে।

অতএব, হে প্রবঞ্চিত মানুষ! মৃত্যু ও মৃত্যুর কষ্টের ব্যাপারে চিন্তা করো! মৃত্যুর তিক্ত সুধার কাঠিন্য এবং তিক্ততা সম্পর্কে ভেবে নিয়ো। আজ হয়তো তুমি মৃত্যুর কথা শুনছ, কাল হয়তো তুমি এর স্বাদ অনুভব করবে।

মনে রেখো—মৃত্যুর প্রতিশ্রুতি চির সত্য! এটি মহানিষ্ঠাবান সত্তার ফয়সালা! হৃদয়ে দাগ কাটতে, চক্ষু অশ্রুসিক্ত করতে, স্বাদ নষ্ট করতে এবং প্রত্যাশার অনিঃশেষ ধারা কর্তন করতে মৃত্যুই যথেষ্ট!

মৃত্যু ও আখিরাতের স্মরণ এবং দুনিয়া পরিত্যাগ

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন—নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাতার কবর জিয়ারত করতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন, সঙ্গী-সাথিরাও কাঁদল। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِي فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ.

আমি আমার রবের কাছে আমার মায়ের জন্য ক্ষমা চাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলাম। কিন্তু তিনি অনুমতি দিলেন না। তারপর আমার রবের কাছে মায়ের কবর জিয়ারত করার অনুমতি চাইলাম। তিনি অনুমতি

দিলেন। অতএব, তোমরা কবর জিয়ারত করো! কেননা, তা মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়।[৭]

সালাফকথন : সালাফরা বলেছেন, অসুস্থ হৃদয়ের জন্য কবর জিয়ারত করার চেয়ে উপকারী কোনো আমল নেই। বিশেষভাবে যদি কারও হৃদয় খুব শক্ত হয়, তাহলে তার জন্য কবর জিয়ারত অত্যন্ত উপকারী আমল। সুতরাং কঠিন হৃদয়ের মানুষগুলো চারটি বিষয়ের মাধ্যমে তার হৃদয়ের চিকিৎসা করবে:

প্রথম বিষয় : হৃদয়ের কঠোরতা ও অলসতাকে উপড়ে ফেলতে হবে। এর উপায় হলো, ইলমের এমন বৈঠকগুলোতে অংশগ্রহণ করতে হবে—যেখানে ওয়াজ-নসিহত করা হয়, জাহান্নামের ভয় এবং জান্নাতের আশা প্রদর্শন করা হয় এবং নেককারদের ঘটনা শোনানো হয়। কেননা, এগুলো হৃদয়কে করে কোমল-বিগলিত এবং তার মাঝে সৃষ্টি করে কল্যাণের পুষ্টি।

দ্বিতীয় বিষয় : মৃত্যুর আলোচনা। দুনিয়ার স্বাদ-আহ্লাদ বিনাশকারী, আড্ডাকে বিচ্ছিন্নকারী এবং সন্তানসন্ততিকে এতিমকারী মৃত্যুর আলোচনা বেশি বেশি করতে হবে।

তৃতীয় বিষয় : মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তিদের কাছে উপস্থিত থাকা। কারণ, মৃতের দিকে তাকিয়ে থাকা, মৃত্যুর যাতনাকে প্রত্যক্ষ করা, মৃত্যুর সময়ের টানাপোড়েনকে অবলোকন করা এবং মৃত্যুপরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করা হৃদয়ের স্বাদ-আহ্লাদকে নিঃশেষ করে দেয়। অন্তরের খুশিকে উড়িয়ে দেয়। নিদ্রার ঝোঁককে নির্মূল করে দেয়, শরীরকে বিশ্রাম থেকে উঠিয়ে ইবাদতের পরিশ্রমে নিয়োজিত করে, আমলের প্রতি করে উদগ্রীব এবং অধিক পরিমাণ কষ্ট ও পরিশ্রমের প্রতি করে উৎসাহিত।

কবর জিয়ারতের বিধান

বুরাইদা ইবনু হাসিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً.

[৭] *সহিহ মুসলিম* : খণ্ড : পৃষ্ঠা : ১০৬, হাদিস : ১৬২২।

> তোমাদেরকে কবর জিয়ারত করা থেকে বারণ করেছিলাম, (তবে এখন থেকে) তোমরা কবর জিয়ারত করো। কেননা, কবর জিয়ারতের মধ্যে (পরকালের) স্মরণ রয়েছে।[৮]

বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—'যে ব্যক্তি কবর জিয়ারত করতে চায়, সে যেন কবর জিয়ারত করে। এবং তোমরা মন্দ কথা বলো না।'[৯]

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন—'আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! আমরা তাদের (কবরবাসীর) জন্য কীভাবে দুআ করব? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন এভাবে বলো—

> اَلسَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ.
>
> মুমিন ও মুসলিম কবরবাসীর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, আমাদের মধ্য থেকে আগের ও পরের সকলের প্রতি আল্লাহ রহম করুন। আল্লাহ চাইলে আমরা শিগগির তোমাদের সাথে মিলিত হব।[১০]

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা এক মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন—যে একটি কবরের পাশে কাঁদছিল। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন—

اتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي.

আল্লাহকে ভয় করো এবং ধৈর্যধারণ করো।[১১]

নোট: আরবদের কাছে কান্নার ছিল একটি প্রসিদ্ধ রূপ। তারা বর্ণনা করে করে কাঁদত। সাথে করত চিৎকার, গণ্ডদেশে করত চপেটাঘাত, কাপড়চোপড় ফেঁড়ে ফেলত।

---

[৮] *সুনানু আবি দাউদ*, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ৪৪, হাদিস : ২৮১৬

[৯] *সুনানুন নাসায়ি* : হাদিস : ২০৩৩। তবে আমি মাকতাবায়ে শামেলায় হাদিসের এই পাঠটি পাইনি।—অনুবাদক।

[১০] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ৫, পৃষ্ঠা : ১০২, হাদিস : ১৬১৯।

[১১] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪৭৬, হাদিস : ১১৭৪।

উলামায়ে কেরাম এমন কান্না হারাম হওয়ার ব্যাপারে একমত। এমন কান্নার ব্যাপারে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে শাস্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে—

أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ حَلَقَ وَسَلَقَ وَخَرَقَ .

> আমি ওই ব্যক্তি থেকে মুক্ত—যে চিৎকার করে, রূঢ় ভাষায় কথা বলে এবং কাপড়চোপড় ফাঁড়ে।[১২]

তবে চিৎকার করা ছাড়া কাঁদার ব্যাপারে অনুমতি রয়েছে। কবরের কাছে এবং মৃত্যুর সময় কান্নার বৈধতার ব্যাপারে হাদিস বর্ণিত হয়েছে। এটাকে মায়া ও রহমতের কান্না বলা হয়েছে, যা সকল মানুষের মাঝেই রয়েছে। এমনকি যখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুত্র হজরত ইবরাহিম রাদিয়াল্লাহু আনহু মারা গিয়েছিলেন তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রন্দন করেছিলেন।

মুমিন ব্যক্তি ললাট ঘর্মাক্ত অবস্থায় মারা যায়

হজরত বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

اَلْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ .

মুমিন ব্যক্তি মারা যায় ললাটের ঘর্ম নিয়ে।[১৩]

কোনো কোনো আলেম বলেছেন—মুমিন ব্যক্তি যখন রাব্বে কারিমের অবাধ্যতা করে অনুতপ্ত হয়, তখন তার ললাট ঘামে ভিজে যায়।

মৃত্যুর কঠোরতা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা চারটি আয়াতে মৃত্যুর কঠোরতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন—

প্রথম আয়াত :

[১২] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৭১, হাদিস : ১৫০।
[১৩] *সুনানু ইবনু মাজাহ*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩৮৫, হাদিস : ১৪৪২।

وَ جَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ .

মৃত্যুর যন্ত্রণা সত্যিই আসবে। [সুরা ক্বফ, আয়াত : ১৯]

দ্বিতীয় আয়াত :

وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ

হায়! তুমি যদি ওই জালিমদেরকে দেখতে যারা মৃত্যু-যন্ত্রণায় ছটফট করবে। [সুরা আনআম, আয়াত : ৯৩]

তৃতীয় আয়াত :

فَلَوْ لَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ

'তাহলে কেন (তোমরা বাধা দাও না) যখন প্রাণ এসে যায় কণ্ঠনালীতে?' [সুরা ওয়াকিয়াহ, আয়াত : ৮৩]

চতুর্থ আয়াত :

كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ

কখনো নয়, প্রাণ যখন কণ্ঠে এসে পৌঁছবে। [সুরা কিয়ামাহ, আয়াত : ২৬]

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে একটি চামড়ার বা কাঠের বড় পাত্র ছিল। যাতে পানি রাখা ছিল। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মধ্যে হাত ভিজিয়ে সেই ভেজা হাত চেহারায় বুলাচ্ছিলেন আর বলছিলেন—লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, নিশ্চয় মৃত্যুর রয়েছে কঠিন যন্ত্রণা। তারপর হাত প্রসারিত করে বলতে লাগলেন—'আল্লাহুম্মা বির-রাফিকিল আ'লা'। ইতিমধ্যে তার মৃত্যু হলো এবং তার হাত নুয়ে পড়ল।'[১৪]

কবি বলেছেন—

بينا الفتى مَرِح الخُطى فرِحٌ بما *** يسعى له إذ قيل: قد مَرِضَ

الفتى!!. إذ قيلَ: باتَ بليلةٍ ما نامها *** إذ قيلَ: أصبحَ مُثخنًا ما

[১৪] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ২০, পৃষ্ঠা : ১৬৯, হাদিস : ৬০২৯।

يُرتَجى!! إذ قيلَ: أصبحَ شاخصا وموجها *** ومعللا، إذ قيلَ: أصبح قد قَضَى!! .

যুবকটি ভুল পথে আনন্দিত হয়ে চলছিল,

চেষ্টা করছিল সেজন্যই; ইতিমধ্যে বলা হলো—যুবকটি অসুস্থ!

যখন বলা হলো—যুবকটি সারারাত ঘুমোয়নি;

সাথেই বলা হলো—অপ্রত্যাশিতভাবে হয়েছে মোটা।

যখন বলা হলো—জাগ্রত হয়েছে ব্যক্তিত্বপূর্ণ, যুক্তিপূর্ণ সচেতন হয়ে,

বলা হলো—সকালেই তার মৃত্যু হয়েছে।

উলামায়ে কেরাম রাহিমাহুমুল্লাহ বলেছেন, মৃত্যুর এই কঠোরতা যখন নবিগণ, রাসুলগণ, আওলিয়ায়ে কেরাম এবং মুত্তাকিনদেরকেও ছাড়েনি, তখন আমরা এই মৃত্যু থেকে বিমুখ থাকার এবং প্রস্তুতি গ্রহণ না করার দুঃসাহস কীভাবে দেখাতে পারি? আল্লাহ তাআলা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ করেছেন—

قُلْ هُوَ نَبَؤٌا عَظِيْمٌ ۙ اَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُوْنَ .

বলুন, এটি এক মহাসংবাদ। যা থেকে তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ। [সুরা সোয়াদ, আয়াত : ৬৭-৬৮]

আল্লাহর প্রতি সুধারণা

জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার মৃত্যুর তিনদিন পূর্বে বলতে শুনেছি—'তোমাদের কেউ যেন ততক্ষণ পর্যন্ত মারা না যায়—যতক্ষণ আল্লাহ তাআলার প্রতি সুধারণা পোষণ না করবে।'[১৫]

---

[১৫] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ৪৩, হাদিস : ৫১২৫।

নোট: ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া তাঁর 'হুসনুজ-জান্নি বিল্লাহ-আল্লাহর প্রতি সুধারণা'-গ্রন্থেও এই হাদিসটি উল্লেখ করেছেন, সেখানে হাদিসে আরেকটু অতিরিক্ত রয়েছে—একটি জাতি যখন আল্লাহর প্রতি কুধারণার শিকার হয়, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের উদ্দেশ্যে বলেন—

وَذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِىْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدٰىكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ .

মানুষ সুস্থাবস্থায় আল্লাহর প্রতি যতটা সুধারণা রাখে, মৃত্যুর প্রাক্কালে আল্লাহর প্রতি তার চেয়ে বেশি সুধারণা পোষণ করা উচিত। সুধারণা হলো—আল্লাহ তাআলা স্বীয় রহমতে তার প্রতি করুণা করবেন, তার দোষত্রুটি পাশ কাটিয়ে তাকে ক্ষমা করে দেবেন। মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তির পার্শ্বস্থ লোকদের কর্তব্য হলো—তাকে আল্লাহর রহমতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। যেন সে আল্লাহ তাআলার এই বাণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। যেখানে মহান রব বলেছেন—

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ

> আমি আমার প্রতি আমার বান্দার ধারণা অনুপাতে আচরণ করি। সুতরাং সে আমার প্রতি যেমন ইচ্ছে ধারণা পোষণ করুক।[১৬]

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন—যখন তুমি কোনো ব্যক্তিকে মৃত্যুশয্যায় দেখবে, তখন তাকে সুসংবাদ দাও—যেন সে তার রবের সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করে যে, সে তার মহান রবের প্রতি সুধারণা পোষণ করছে। আর বান্দা যখন জীবিত থাকবে, তখন তাকে আল্লাহর প্রতি ভীতি প্রদর্শন করো।

ফুজাইল ইবনু ইয়াদ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন—বান্দা যখন সুস্থ থাকবে, তখন আশার চেয়ে ভয় করা বেশি উত্তম। আর যখন মৃত্যুর সময় হবে, তখন তার ভয়ের চেয়ে আশা বেশি করা প্রয়োজন।

মাইয়্যিতকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর তালকিন করানো

আবু সাইদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ .

> তোমাদের মৃত্যুপথযাত্রীকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর তালকিন করো।[১৭]

'আর এটা তোমাদের রবের প্রতি তোমাদের কুধারণার কারণে। সুতরাং তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছ।'[সুরা ফুসসিলাত, আয়াত : ২৩]

[১৬] *মুসনাদু আহমদ*, খণ্ড : ৩২, পৃষ্ঠা : ২২৩, হাদিস : ১৫৪৪২।

[১৭] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪৭২, হাদিস : ১৫২৩।

মৃত্যুপথযাত্রীকে এই কালিমার তালকিন করা প্রতিষ্ঠিত সুন্নাত, যার ওপর মুসলিমরা যুগ-যুগ যাবৎ আমল করে আসছেন। যেন তার শেষ কথাটি হয় 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। যার মাধ্যমে সৌভাগ্যের ওপর তার পরিসমাপ্তি ঘটবে এবং সে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত হাদিসের সুসংবাদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

> যে ব্যক্তির শেষ কথাটি হবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১৮]

মৃত্যুপথযাত্রীকে এমন বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতন করার চেষ্টা করতে হবে—যার মাধ্যমে সে শয়তানকে প্রতিরোধ করতে পারবে। কেননা, শয়তান মৃত্যুপথযাত্রীর সামনে এমনসব বিষয় উপস্থাপন করতে থাকে—যার মাধ্যমে তার আকিদা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। অতএব, যখন তার কাছে আপনি কালিমার তালকিন করবেন, আর সে একবার তা বলবে, এরপর কালিমার পুনরুক্তি করবেন না, যেন সে বোঝা না মনে করে। যার কারণে উলামায়ে কেরাম অধিক পরিমাণ তালকিন করাকে এবং পীড়াপীড়ি করাকে মাকরুহ বলেছেন। বিশেষত যখন বোঝা যাবে যে, মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তি কালিমা পাঠ করবে বা তার পাঠ করার বিষয়টি অনুমিত হবে।

তালকিনের উদ্দেশ্য হলো—মানুষ মারা যাওয়ার প্রাক্কালে যেন তার হৃদয়ে কেবল আল্লাহই থাকেন। কেননা, মূল ভিত্তিই হলো কলব-হৃদয়। কলবের আমলকেই দেখা হবে এবং এর মাধ্যমেই মুক্তির ফায়সালা হবে। আর মুখের উচ্চারণ? তো যদি এর মাধ্যমে হৃদয়ের ভাষার বহিঃপ্রকাশ না ঘটে, তাহলে তার কোনো ফায়দা নেই এবং তার কোনো গ্রহণযোগ্যতাও নেই।

আমার কথা হলো—মৃত্যুপথযাত্রীকে তালকিন করা জরুরি। তার সামনে কালিমায়ে শাহাদতের জিকির করতে হবে; যদিও চূড়ান্ত পর্যায়ের জাগরণীমূলকভাবে হয়।

মৃত্যুর সময়ে স্বজনদের করণীয়

[১৮] *সুনানু আবি দাউদ*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৩৭৬, হাদিস : ২৭০১।

উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَرِيضَ أَوِ الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ.

'যখন তোমরা অসুস্থ বা মৃত ব্যক্তির কাছে উপস্থিত হবে, তখন উত্তম কথা বলো। কেননা, তোমরা যে কথাগুলো বলো—সেগুলো কবুলের জন্য ফিরিশতারা আমিন বলে।'

উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন—যখন আবু সালামা (তার স্বামী) মারা গেলেন, আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে বললাম—হে আল্লাহর রাসুল! আবু সালামা মারা গেছেন! নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন—

قُولِي اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً

> বলো—হে আল্লাহ, আমাকে এবং তাকে ক্ষমা করো এবং তার অবর্তমানে আমার জন্য উত্তম ব্যবস্থা করে দাও!

উম্মে সালামা বলেন—সুতরাং আল্লাহ তাআলা আমাকে তার চেয়ে উত্তম ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, আমার জন্য আল্লাহর রাসুলকে স্বামী হিসেবে নির্বাচিত করেছেন।[১৯]

উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে আরও বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সালামার কাছে গিয়ে দেখলেন তার চোখ খোলা, তখন তিনি চোখ বন্ধ করে বললেন—'যখন রুহ বিদায় নেয় চক্ষুও তার অনুসরণ করে।'

এতদশ্রবণে তার পরিবারের লোকজন শিহরিত হলো। তখন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—তোমরা নিজেদের জন্য কেবল কল্যাণের দুআই করো। কেননা, তোমাদের কথার ওপর ফিরিশতারা আমিন বলেন। তারপর বললেন—

[১৯] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪৭৮, হাদিস : ১৫২৭।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ.

হে আল্লাহ, আবু সালামাকে ক্ষমা করে দাও। হিদায়াতপ্রাপ্তদের মাঝে তার মর্যাদাকে উঁচু করে দাও! জীবিতদের মাঝে তার প্রতিনিধি হয়ে যাও! আমাদেরকে ও তাকে ক্ষমা করো! হে সমগ্র জগতের রব, তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও এবং তার কবরে নুর প্রদান করো![২০]

সালাফকথন: সালাফরা বলেছেন, মাইয়্যিতের মৃত্যুকালে তার কাছে নেককার লোকদের উপস্থিতি মুস্তাহাব। যেন তারা মৃত্যুপথযাত্রীকে জিকির স্মরণ করিয়ে দেন, তার জন্য দুআ করেন, তার পরবর্তী প্রজন্মকে উপদেশ প্রদান করেন এবং উত্তম কথা বলেন। যার কারণে তাদের উত্তম কথা ও ফিরিশতাদের আমিন একত্রিত হয়ে যায়। এর মাধ্যমে মৃত ব্যক্তি, তার পরবর্তী প্রজন্ম এবং বিপদগ্রস্ত মানুষ উপকৃত হতে পারে।

চোখ বন্ধ করার সময়ে যা বলতে হবে

শাদ্দাদ ইবনু আওস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

إِذَا حَضَرْتُمْ مَوْتَاكُمْ فَأَغْمِضُوا الْبَصَرَ فَإِنَّ الْبَصَرَ يَتْبَعُ الرُّوحَ وَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى مَا قَالَ أَهْلُ الْبَيْتِ .

তোমরা যখন তোমাদের মৃতের কাছে উপস্থিত হবে, তার চোখ বন্ধ করে দেবে। কেননা, চোখ রুহের অনুসরণ করে। তোমরা কল্যাণময় কথা বলো! কেননা, পরিবারের লোকজন যা বলে, ফিরিশতারা তার ওপর আমিন বলে।[২১]

ফলাফলের মাপকাঠি হবে শেষ আমল

---

[২০] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৪৮০, হাদিস : ১৫২৮।
[২১] *সুনানু ইবনু মাজাহ*, খণ্ড : ৪, পৃষ্ঠা : ৩৮৯, হাদিস : ১৪৪৫।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيلَ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَنَ الطَّوِيلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ثُمَّ يُخْتَمُ لَهُ عَمَلُهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ .

একজন মানুষ দীর্ঘ সময় যাবৎ জান্নাতি মানুষের মতো আমল করে, তারপর তার আমলের পরিসমাপ্তি ঘটে জাহান্নামির আমলের মাধ্যমে। তদ্রূপ একজন মানুষ দীর্ঘ সময় যাবৎ জাহান্নামি মানুষের মতো আমল করে, তারপর তার আমলের পরিসমাপ্তি ঘটে জান্নাতির আমলের মাধ্যমে।[২২]

সাহল ইবনু সাআদের সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন—'নিশ্চয় কোনো বান্দা জাহান্নামির ন্যায় আমল করে, অথচ সে জান্নাতি। আবার কোনো বান্দা জান্নাতির ন্যায় আমল করে, অথচ সে জাহান্নামি। মূলত শেষ আমলের ওপরই (জান্নাত ও জাহান্নামের) ভিত্তি।'[২৩]

ব্যাখ্যা: আবু মুহাম্মদ আবদুল হক বলেছেন—জেনে রাখুন! মন্দ পরিণতি ওই ব্যক্তির হয় না—যে তার বাহ্যিক আমলকে সঠিক রাখে এবং অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে। এমন কখনো শোনা যায়নি, জানাও যায়নি আলহামদুলিল্লাহ। বরং মন্দ পরিণতি (আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই) ওই ব্যক্তিরই হয়—যার বুদ্ধিতে থাকে নৈরাজ্যিক মনোভাব, গুনাহের প্রতি থাকে অবিচলতা, বড় বড় অপরাধে হয় অগ্রণী। এমনকি এভাবে অপরাধই তার ওপর থাকে বিজয়ী, আর এমতাবস্থায় তাওবার পূর্বেই যখন তার ওপর মৃত্যু আবর্তিত হয়, এই কষ্টের মুহূর্তে শয়তান তাকে আক্রমণ করে এবং এই ভীতিকর পরিস্থিতিতে শয়তান তার ইমানকে ছিনিয়ে নেয়। আল্লাহ তাআলার কাছে এমন ভয়ংকর পরিস্থিতি থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

অথবা সঠিক পথেই পরিচালিত হতে থাকে। তারপর তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, বের হয়ে যায় তার নীতি থেকে, গ্রহণ করে ভিন্ন পথ; যা তার মন্দ পরিণতি এবং শেষ পরিণাম অশুভ হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন : ইবলিস। বর্ণিত আছে—সে দীর্ঘ আশি হাজার বছর যাবৎ আল্লাহ তাআলার ইবাদত করেছে। তদ্রূপ বালআম ইবনু

---

[২২] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ১১০, হাদিস : ৪৭৯১।
[২৩] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ২৭৪, হাদিস : ৬১১৭।

বাউরা। যাকে আল্লাহ তাআলা বিশেষ নিদর্শন দিয়েছিলেন, তার সব দুআ কবুল হতো। সে সম্পদের লোভে মুসা আ.-এর বিপক্ষে জালিমদের জন্য দুআ করতে সম্মত হয়েছিল; কিন্তু তার মুখ দিয়ে বদদুআ বের হয়নি, তার জিহ্বা বেরিয়ে এসে বুকে লটকে গেল। প্রবৃত্তির অনুসরণের কারণেই তার এমন পরিণতি হয়েছে। তেমনি বারসিস আবিদ। যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিয়েছেন—

كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ.

> সে শয়তানের অনুরূপ। কারণ, সে মানুষকে কুফরির নির্দেশ দিয়েছিল। [সুরা হাশর, আয়াত : ১৬]

বসরার একজন আবিদ রবি ইবনু সাবরাহ ইবনু মাবাদ আল-জুহানি বলেছেন—আমি সিরিয়ায় কিছু মানুষকে পেয়েছি। তাদের মধ্যে জনৈক ব্যক্তিকে বলা হলো—হে আল্লার বান্দা, বলো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ! সে বলল—মদ পান করো এবং আমাকে পান করাও! (কালিমা পড়তে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল)।

আহওয়াজ শহরের এক ব্যক্তিকে বলা হলো, বলো, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ! জবাবে সে বলল—দাহ ইয়াজদাহ দাওয়াজদাহ। যার ব্যাখ্যা হলো—দশ, এগারো, বারো। লোকটি ছিল অফিসার ও হিসাব বিভাগের লোক। যার কারণে তার মন-মানসিকতায় হিসাব ও মাপজোকের বিষয়টিই জেঁকে বসে ছিল।

আমি (লেখক) বলি, এমন অনেক মানুষ রয়েছে—যাদের হৃদয় ও মানসিকতায় জাগতিক ব্যস্ততা, দুনিয়ার চিন্তা এবং পৃথিবীর নানা উপায়-উপকরণের কারণে এমনটা হয়েছে। এমনকি আমরা এমন ঘটনাও শুনেছি—জনৈক দালাল যখন মৃত্যুপথের যাত্রী হলো, তাকে বলা হলো—বলো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ! জবাবে সে বলছিল—সাড়ে তিন এবং সাড়ে চার। দালালিই তার ওপর জেঁকে বসেছিল।

আমি জনৈকি জনৈক হিসাবরক্ষককে দেখেছি—সে কঠিন রোগাক্রান্ত অবস্থায় আঙুলের কড় গুণে গুণে হিসাব করছিল।

আরেকজনকে বলা হলো—বলো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ! সে বলছিল —অমুক বাড়িতে এই সংস্কারমূলক কাজ করো এবং অমুক বাগানগুলোতে এই পরিমাণ-এই পরিমাণ কাজের লোক নিয়োগ করো।

আল্লাহর কাছে এমন পরিস্থিতি থেকে আশ্রয় চাচ্ছি এবং তাঁর অনুগ্রহ ও দয়ায় শাহাদাতের মৃত্যু কামনা করছি!

সালিম ইবনু আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময় কসম খেয়ে বলতেন—

لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوْبِ.

'কলব পরিবর্তনকারীর শপথ!'[২৪]

যার মর্ম হলো—আল্লাহ তাআলা বাতাসের চেয়েও দ্রুত গতিতে কোনো আবেদন/দুআ কবুল করতে পারেন কিংবা প্রত্যাখ্যানও করতে পারেন; তদ্রূপ কোনো কিছুর ইচ্ছা কিংবা অপছন্দ ইত্যাদিও দ্রুত হতে পারে। তাই কলব পরিবর্তনকারীর শপথ করা হচ্ছে।

কুরআন কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهٖ .

> জেনে রেখো, আল্লাহ মানুষ এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে যান।
> [সুরা আনফাল, আয়াত : ২৪]

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যাতে মুজাহিদ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, অন্তরায় হওয়ার অর্থ হলো—বান্দা বুঝতে পারে না যে, সে কী করবে! অন্য আয়াতে এভাবে তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে—

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ

> এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য, যার অনুধাবন করার মতো অন্তর রয়েছে।
> [সুরা ক্বফ, আয়াত : ৩৭]

ইমাম তাবারি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন—আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, তিনি বান্দার কলবগুলোর মালিক। তিনি বান্দা এবং তার ইচ্ছার মাঝে অন্তরায় হন, সুতরাং বান্দা আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কোনো ইচ্ছাই করতে পারে না।

মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুদূতের আগমন

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

---

[২৪] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ২০, পৃষ্ঠা : ২৯৩, হাদিস : ৬১২৭

أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَ جَآءَكُمُ النَّذِيْرُ.

আমি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স দিইনি, যাতে চিন্তা করার বিষয়ে চিন্তা করতে পারতে? উপরন্তু তোমাদের কাছে সতর্ককারীও আগমন করেছিল। [সুরা ফাতির, আয়াত : ৩৭]

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—'আল্লাহ তাআলা একজন বান্দার প্রতি অনুগ্রহ করে তার মৃত্যুকে বিলম্বিত করেছেন এবং তিনি যাট বছরে উপনীত হয়েছেন।'[২৫]

আদমসন্তানের প্রতি আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ হলো—তিনি তাদের প্রতি রাসুলগণকে প্রেরণ করেছেন এবং তাদের কাছে নিজের প্রমাণকে পূর্ণ করেছেন। কুরআন কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا

আমি রাসুল প্রেরণের পূর্বপর্যন্ত কাউকে আজাব দিই না। [সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত : ১৫]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

وَ جَآءَكُمُ النَّذِيْرُ

এবং তোমাদের কাছে সতর্ককারী আগমন করেছেন। [সুরা ফাতির, আয়াত : ৩৭]

ব্যাখ্যা: সতর্ককারী বলতে কী বুঝানো হয়েছে? হতে পারে কুরআন কারিম, হতে পারে তাদের প্রতি প্রেরিত রাসুলগণ।

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস, ইকরামা, সুফিয়ান, ওয়াকি, হুসাইন ইবনু ফজল, ফাররা এবং তাবারি থেকে বর্ণিত, সেই সতর্ককারী হলো—বার্ধক্য। কেননা, তখন মানুষ বার্ধক্যে পৌঁছে যায়। এটা মানুষের দুরন্তপনার বয়স এবং খেলাধুলার সময় থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আলামত।

জনৈক কবি বলেছেন—

[২৫] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ২০, পৃষ্ঠা : ৪৪, হাদিস : ৫৯৪০।

رأيت الشيب من نذر لمنايا لصاحبه و حسبك من نذير

'বার্ধক্যকে আমি দেখেছি মৃত্যুর সতর্ককারী হিসেবে-
বৃদ্ধের জন্য, এবং বার্ধক্যই যথেষ্ট সতর্ককারী হিসেবে।'

আরও বলা হয়েছে—সেই সতর্ককারী হলো জ্বর ও অসুস্থতা।

কেউ কেউ বলেছেন—পরিবার, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং ভাইদের মৃত্যু। এটা এমন এক সতর্ককারী, যা সদা-সর্বদা, প্রতিটি মুহূর্তে এবং প্রতিটি স্থানে উপস্থিত থাকে।

কারও মতে সতর্ককারী হলো—জ্ঞান-বুদ্ধির পূর্ণতা, যখন কোনো মানুষ প্রতিটি বস্তুর প্রকৃতি সম্পর্কে বুঝতে পারে এবং ভালো ও মন্দের ব্যবধান অনুধাবন করতে শিখে। প্রকৃত জ্ঞানী পরকালের জন্য আমল করে এবং তার রবের কাছে থাকা বস্তুর জন্য উদগ্রীব থাকে। এই জ্ঞানই সতর্ককারী।

ষাট বছর বয়সকে চূড়ান্ত পর্যায়ের অনুগ্রহ বলা হয়েছে। কেননা, ষাট বছর বান্দার পরিণত বয়স। এটা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার, তাকে ভয় করার এবং আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করার বয়স। মানুষ এই বয়সে মৃত্যু এবং আল্লাহর সাক্ষাতের ধ্যান করে। এভাবে মানুষের ওপর অনুগ্রহের পর অনুগ্রহ করা হয় এবং সতর্কতার পর সতর্ক করা হয়। প্রথমত নবি প্রেরণের মাধ্যমে, দ্বিতীয়ত বার্ধক্যের মাধ্যমে, আর এটা হয় বয়স চল্লিশ বছর পূর্ণ করার মাধ্যমে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَ بَلَغَ اَرْبَعِیْنَ سَنَةً ۙ قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِیْۤ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِیْۤ اَنْعَمْتَ عَلَیَّ وَ عَلٰى وَالِدَیَّ وَ اَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَ اَصْلِحْ لِیْ فِیْ ذُرِّیَّتِیْ ۚۛ اِنِّیْ تُبْتُ اِلَیْكَ وَ اِنِّیْ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ .

'অবশেষে সে যখন শক্তি-সামর্থ্যের বয়সে ও চল্লিশ বছরে পৌঁছেছে, তখন বলতে লাগল, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে এরূপ ভাগ্য দান করো, যাতে আমি তোমার নিয়ামতের শোকর করি, যা তুমি দান করেছ আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকাজ করি। আমার সন্তানদের সৎকর্মপরায়ণ করো, আমি তোমার প্রতি তাওবা করলাম এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের একজন।' [সুরা আহকাফ, আয়াত : ১৫]

আল্লাহ তাআলা আলোচনা করেছেন—মানুষ চল্লিশ বছর বয়সে পৌঁছার পর সে এখন নিজের প্রতি এবং নিজের পিতা-মাতার প্রতি আল্লাহপ্রদত্ত নিয়ামতগুলোর অনুধাবন করতে শিখে এবং সেগুলোর কৃতজ্ঞতা আদায় করে।

ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'আমি আমার শহরের আলেমদেরকে দেখেছি; তারা দুনিয়া অন্বেষণ করে মানুষের সাথে মিশল। অতঃপর যখন তাদের বয়স চল্লিশে পৌঁছে গেল, তখন তারা মানুষ থেকে দূরে চলে গেল।'

তাওবার ব্যাখ্যা ও তাওবাকারী

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ

আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার তাওবা কবুল করেন, যতক্ষণ (মৃত্যুকালীন) গড়গড়া সৃষ্টি না হয়।[২৯]

অর্থাৎ গড়গড়া সৃষ্টি হওয়ার সময়, রুহ হলকুম পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া পর্যন্ত—যখন সে আল্লাহর রহমত বা তার শাস্তি অবলোকন করে, তখন তাওবা এবং ঈমান কোনো উপকারে আসবে না। কুরআন কারিমে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে—

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا

যখন তারা আমার শাস্তিকে দেখবে তখন তাদের ইমান তাদের কোনো উপকারে আসবে না। [সুরা গাফির, আয়াত : ৮৫]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ ۚ حَتّٰۤى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّیْ تُبْتُ الْـٰٔنَ ۔

আর এমন লোকদের জন্য কোনো ক্ষমা নেই, যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে। এমন কি যখন তাদের কারও সামনে মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলতে থাকে আমি এখন তাওবা করছি। [সুরা নিসা, আয়াত : ১৮]

[২৯] *সুনানুত তিরমিজি*, খণ্ড : ১১, পৃষ্ঠা : ৪৪৫, হাদিস : ৩৪৬০।

তাওবার দরজা বান্দার জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত উন্মুক্ত যতক্ষণ পর্যন্ত সে রুহ্ কবজকারীকে অবলোকন না করে, আর সে সময়টি হলো—গড়গড়া সৃষ্টি হওয়ার মুহূর্ত।

সুতরাং মানুষের জন্য এই মুহূর্ত অবলোকন করার পূর্বেই তাওবা করা আবশ্যক। আল্লাহ তাআলা সেটিই বলেছেন—

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوْبُ اللهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَكَانَ اللهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا.

> অবশ্যই আল্লাহ তাদের তাওবা কবুল করবেন—যারা ভুলবশত মন্দ কাজ করে, অতঃপর অনতিবিলম্বে তাওবা করে; এরাই হলো সেসব লোক-যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, রহস্যবিদ। [সুরা নিসা, আয়াত : ১৭]

ব্যাখ্যা: আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন, অনতিবিলম্বের অর্থ হলো—অসুস্থতা এবং মৃত্যুর পূর্বেই তাওবা করা।

আবু মিজলাজ, দাহহাক, ইকরামা এবং ইবনু জায়েদ প্রমুখ বলেছেন—ফিরিশতাদেরকে দেখা, রুহের যাত্রা করা এবং মানুষের নিজের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা হারিয়ে ফেলার পূর্বে তাওবা কবুল হয়।

আরও বলা হয়েছে—গুনাহ করার পর হঠকারিতা না করে খুব দ্রুত তাওবা করে নেওয়া এবং সুস্থাবস্থায় তাওবার দিকে অগ্রণী হওয়া উত্তম কাজ।

গ্রহণযোগ্য মুমিনদের ঐকমত্যে তাওবা করা প্রতিটি মুমিনের জন্য ফরজ। কারণ, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

وَتُوْبُوْٓا إِلَى اللهِ جَمِيْعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

> হে মুমিনগণ! তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তাওবা করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও। [সুরা নুর, আয়াত : ৩১]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে তাওবা করো আন্তরিকভাবে। [সুরা তাহরিম, আয়াত : ৮]

তাওবা গ্রহণযোগ্য হওয়ার চারটি শর্ত

১.আন্তরিকভাবে লজ্জিত হওয়া।

২.এখনই গুনাহ পরিহার করা।

৩.আবারও গুনাহে আক্রান্ত না হওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা।

৪.কেবল আল্লাহকে লজ্জা করে তার ভয়ে তাওবা করা, অন্য কারও জন্য নয়।

যদি এই শর্তগুলোর মধ্য থেকে একটিও বিঘ্নিত হয়, তাহলে তাওবা বিশুদ্ধ হবে না।

তাওবার আরেকটি শর্ত হলো—গুনাহের স্বীকারওক্তি দেওয়া, অধিকহারে ইস্তিগফার করা, যেন তাওবার মাধ্যমে কৃত চুক্তি মজবুত হয় এবং তার মর্ম হৃদয়ের গহীনে স্থিত হয়, কেবল মৌখিক উচ্চারণের ওপর ক্ষান্ত না থাকে। যে ব্যক্তি কেবল মুখে বলে 'আস্তাগফিরুল্লাহ', কিন্তু তার হৃদয় থাকে গুনাহের ওপর অবিচল, তাহলে তার এই ইস্তিগফারও আরেকটি ইস্তিগফারের মুখাপেক্ষী।

হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহু বলেছেন—'আমাদের ইস্তিগফারও ইস্তিগফারের মুখাপেক্ষী।'।

শাইখ আবদুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, হাসান বসরি রাহিমাহুল্লাহু তো তার যুগে কথাটি বলেছিলেন, তাহলে বর্তমান যুগের অবস্থা কেমন হবে—যখন দেখা যাচ্ছে যে, মানুষ গুনাহ ও জুলুমের ওপর অবিচলভাবে চলতেই আছে? এক টুকরো তুলার ব্যাপারেও সে দুর্নীতি করতে ছাড়ে না, কেবল এই ধারণায় যে, সে তার গুনাহ থেকে ইস্তিগফার করবে! এটা তো প্রকৃতপক্ষে ইস্তিগফারকে উপহাস করা এবং গুনাহকে তুচ্ছ ভাবা। সে ওই লোকদের অন্তর্ভুক্ত—যারা আল্লাহ তাআলার আয়াতগুলোকে উপহাস করে। কুরআন কারিমে ইরশাদ হয়েছে—

وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا

আল্লাহ তাআলার আয়াতগুলোকে উপহাসের পাত্র বানিয়ো না। [সুরা বাকারা, আয়াত : ২৩১]

আরও বলা হয়েছে, নাসুহ তথা একনিষ্ঠ তাওবা হলো—জুলুমকে প্রতিরোধ করা, প্রতিপক্ষকে আপন করে নেওয়া এবং ইবাদতে সার্বক্ষণিক হওয়া ইত্যাদি।

সালাফকথন: সালাফরা বলেছেন—প্রতিপক্ষকে সন্তুষ্ট করার পদ্ধতি হলো—তার কাছ থেকে ছিনতাইকৃত অর্থ ফিরিয়ে দেওয়া, আত্মসাৎকৃত সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়া, বিজিত অঞ্চল ফিরিয়ে দেওয়া, গিবত করলে ক্ষমা চাওয়া, কোনো আসবাবপত্র নষ্ট করলে তার ক্ষতিপূরণ দেওয়া, গালি দিলে ক্ষমা চাওয়া, অভিসম্পাত করলে মাফ চাওয়া! মোটকথা, যেকোনো প্রকার অসংগতিমূলক আচরণ করলে ক্ষমা চেয়ে তাকে খুশি করে আপন করে নেওয়া। সাথে সাথে অতীতে কৃত অসদাচরণের প্রতি লজ্জিত হবে এবং জীবনের মূল্যবান সময় এমন অহেতুক কাজে নষ্ট করার জন্য পরিতাপ করবে।

আয়িশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন—আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছিলেন—'বান্দা যখন নিজের গুনাহের স্বীকৃতি দিয়ে তাওবা করে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন।'[২৭]

রুহ কবজ করার সময়ে সুসংবাদ বা দুঃসংবাদ প্রদান করা হয়

হাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন, আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—'মুমিনের রুহ যখন বের হয়, তখন দুজন ফিরিশতা সাক্ষাৎ করে তাকে ওপরের দিকে নিয়ে যান।'

বর্ণনাকারী হাম্মাদ বলেন, হাদিসে সুঘ্রাণ ও মিশকের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, আকাশবাসী বলেন—পবিত্র রুহটি জমিন থেকে এসেছে। আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন এবং সেই শরীরের ওপরও রহম করুন—যাতে তুমি জীবন কাটিয়েছ। অতঃপর তাকে তার রবের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর বলেন—তাকে জীবনের শেষ পর্যায়ে নিয়ে চলো। পক্ষান্তরে যখন কাফিরের রুহ বের হয়, হাম্মাদ বলেন, তার দুর্গন্ধ এবং অভিসম্পাতের কথা বলা হয়েছে। আকাশবাসী বলেন—জমিন থেকে নিকৃষ্ট রুহ এসেছে। তিনি বলেন, তাকে বলা হয়—তাকে নিয়ে জীবনের শেষ পর্যায়ে চলো। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার শরীরে থাকা কাফনের কাপড়ের অংশ এভাবে নাকের ওপর দেন।[২৮]

[২৭] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ১৪৮, হাদিস : ২৪৬৭; *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ৩৪৭, হাদিস : ৪৯৭৪।

[২৮] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৪, পৃষ্ঠা : ৩৫, হাদিস : ৫১১৯।

উবাদা ইবনু সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন—

'যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎকে ভালোবাসে আল্লাহ তার সাক্ষাৎকে ভালোবাসেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎকে অপছন্দ করে আল্লাহ তার সাক্ষাৎকে অপছন্দ করেন। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্য কোনো স্ত্রী বলেছেন—আমরা তো মৃত্যুকে অপছন্দ করি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—এটার কথা বলছি না। কিন্তু মুমিন ব্যক্তির কাছে যখন মৃত্যু হাজির হয়, তখন আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তার মর্যাদার সুসংবাদ দেওয়া হয়। বান্দার কাছে আল্লাহর সাক্ষাতের চেয়ে উত্তম কোনো জিনিস নেই। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎকে ভালোবাসে আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। পক্ষান্তরে কাফিরের কাছে যখন মৃত্যু হাজির হয়, তখন আল্লাহর আজাব এবং তার শাস্তির সুসংবাদ দেওয়া হয়। সুতরাং ওই বান্দার কাছে আল্লাহর সাক্ষাতের চেয়ে অপ্রিয় কোনো বস্তু নেই। যে কারণে সে আল্লাহর সাক্ষাৎকে অপছন্দ করে এবং আল্লাহ তার সাক্ষাৎকে অপছন্দ করেন।'[২৯]

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا اسْتَعْمَلَهُ فَقِيلَ كَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْمَوْتِ.

আল্লাহ যখন কোনো বান্দার কল্যাণ চান তখন তাকে কাজে লাগান। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো—হে আল্লাহর রাসুল! কীভাবে আল্লাহ তাকে কাজে

---

[২৯] *সহিহুল বুখারি*, খণ্ড : ২০, পৃষ্ঠা : ১৬৫, হাদিস : ৬০২৬, *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ১৩, পৃষ্ঠা : ১৮৪, হাদিস : ৪৮৪৫।

নোট: যদিও এই হাদিসটির অর্থ ও মর্ম পরিষ্কার, তারপরও হজরত আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে এই হাদিসের ব্যাখ্যা পেশ করেছেন শুরাইহ বিন হানি। তাকে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল আপনি হজরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছ থেকে যে হাদিসটি শুনেছেন তার ব্যাখ্যা কী? তখন তিনি আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে শ্রবণকৃত ব্যাখ্যাটি বলেছেন—

'বিষয়টি তেমন নয় যেমন তুমি ভাবছ! বরং যখন চোখ বড় ও উঁচু হয়, বুকের মধ্যে গড়গড় শব্দ হয়, চামড়া সংকুচিত হয় এবং আঙুলগুলো ভাঁজ হয়ে যায়, এই সময় যারা আল্লাহর সাক্ষাৎকে ভালোবাসে আল্লাহ তার সাক্ষাৎকে ভালোবাসেন। আর যে আল্লাহর সাক্ষাৎকে অপছন্দ করে আল্লাহ তার সাক্ষাৎকে অপছন্দ করেন।'

লাগান? রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন—মৃত্যুর পূর্বে তাকে নেককাজের তাওফিক দান করেন।[৩০]

মৃত্যুকালীন বিভিন্ন পরিস্থিতি

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে মৃত্যুকালীন অবস্থার সংক্ষেপ ও বিস্তারিত উভয় রকম আলোচনাই করেছেন। ইরশাদ হয়েছে—

الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ طَيِّبِيْنَ

ফিরিশতা তাদের জান কবজ করেন পবিত্র থাকা অবস্থায়। [সুরা নাহাল, আয়াত : ৩২]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ

বলুন, তোমাদের প্রাণ হরণের দায়িত্বে নিয়োজিত ফিরিশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। [সুরা সিজদাহ, আয়াত : ১১]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে—

تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَ هُمْ لَا يُفَرِّطُوْنَ

আমার প্রেরিত ফিরিশতারা তার মৃত্যু ঘটায় এবং এতে তারা কোনো ত্রুটি করে না। [সুরা আনআম, আয়াত : ৬১]

আরও ইরশাদ হয়েছে—

الَّذِيْنَ تَتَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِىْٓ اَنْفُسِهِمْ

‘ফিরিশতারা তাদের জান এমতাবস্থায় কবজ করে যে, তারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছে।’ [সুরা নাহাল, আয়াত : ২৮]

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে—

---

[৩০] *সুনানুত তিরমিজি*, খণ্ড : ৮, পৃষ্ঠা : ৩২, হাদিস : ২০৬৮। ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ হাদিসটিকে হাসান সহিহ বলেছেন।

وَ لَوْ تَرٰۤى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا ۙ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَ اَدْبَارَهُمْ

'আর যদি তুমি দেখো, যখন ফিরিশতারা কাফিরদের জান কবজ করে; প্রহার করে তাদের মুখে এবং তাদের পশ্চাদদেশে আর বলে, জ্বলন্ত আজাবের স্বাদ গ্রহণ করো।' [সুরা আনফাল, আয়াত : ৫০]

জ্ঞাতব্য: মুফাসসিরিনে কেরাম বলেছেন—এই আয়াতটি বদরযুদ্ধে নিহত কাফিরদের সাথে নির্দিষ্ট। আমাদের অনেক উলামায়ে কেরামও তা-ই বলেছেন। তবে ইমাম আল-মাহদুবি রাহিমাহুল্লাহ প্রমুখ এ-বিষয়ে দ্বিমতের কথাও উল্লেখ করেছেন এবং তারা বলেছেন, সবসময় মৃত্যুর ঘাটে অবতরণকারী কাফিরদের চেহারা ও পিঠে ফিরিশতারা প্রহার করবেন এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

বদরযুদ্ধের ব্যাপারে দীর্ঘ একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে—আবু জুমাইল বলেছেন, আমাকে ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হাদিস বর্ণনা করেছেন—

জনৈক মুসলিম যুদ্ধের দিন একজন মুশরিকের পিছু পিছু যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি সেই মুশরিকের ওপর চাবুকের আঘাতের আওয়াজ শুনতে পেলেন এবং সাথে শুনতে পেলেন একজন অশ্বারোহীর শব্দ—হাইজুম সামনে চলো! ইতিমধ্যে তিনি দেখতে পেলেন—মুশরিকটি তার সামনে ধরাশায়ী হয়ে পড়ে আছে। তিনি তাকিয়ে দেখলেন—মুশরিকের নাক থেতলে গেছে, তার চেহারা ফেটে আছে; যেন তাকে চাবুক দ্বারা আঘাত করা হয়েছে, যার কারণে গোটা শরীর সবুজ হয়ে গেছে। অতঃপর সেই আনসারি সাহাবি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে ঘটনার বিবরণ দিলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—তুমি সত্যিই বলছ। এটা দ্বিতীয় আকাশ থেকে নাজিল হওয়া সাহায্য। এই দিন মুসলিমরা সত্তরজন কাফিরকে হত্যা করেছে এবং সত্তরজনকে বন্দি করেছে।'[৩১]

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

---

[৩১] *সহিহ মুসলিম*, খণ্ড : ৯, পৃষ্ঠা : ২১৪, হাদিস : ৩৩০৯।